100

তারিখ ...24 AUG 1994

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ভার্সিটির মনোগ্রাম বিবর্তন

মিডিয়া সিন্ডিকেট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে '৭২-এর সরকারের আমলে পবিত্র কোরানের বাণী বর্জনের বিষয়টি আবার আলোচনায় উঠে এসেছে। গত সিনেট অধিবেশনে সিনেট সদস্য ডঃ কামরুল আহসান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে কোরান শরীফের "রাব্বি জিদনী এলমা" বাণীটি পুনঃ-সংযোজনের দাবি করে প্রস্তাব উথাপন করেন।

কিন্তু সিনেট সভাপতি ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ প্রস্তাবটিতে আলোচনার সুযোগ দেননি। তিনি এই মনোগ্রাম সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বাদ

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

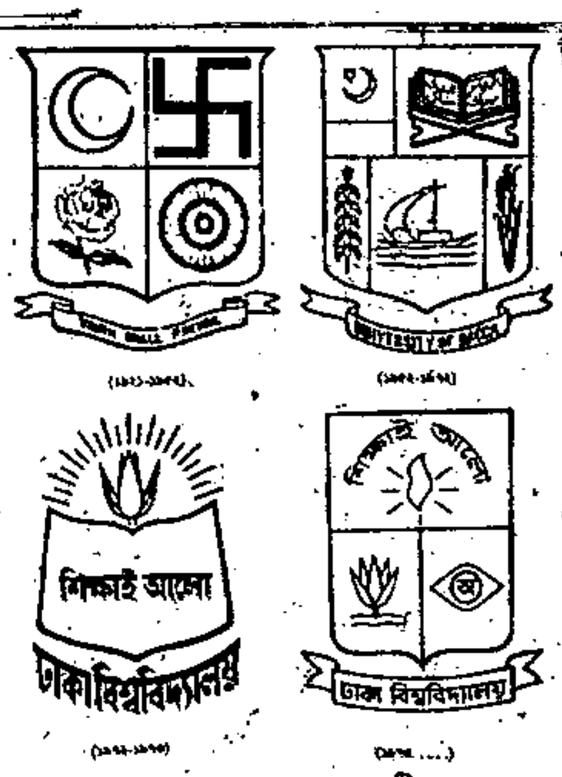

১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কোরআনের আয়াত বাদ দেয়। এখনও এই মনোগ্রামটি প্রচলিত রয়েছে —মিডিয়া সিন্ডিকেট

ঢাকা ভার্সিটির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রেখে অন্যান্য প্রস্তাব পাস করার জন্য সিনেট সদস্যদের প্রতি আহবান জানান। ফলে মনোগ্রাম বিষয়টির সুরাহা হয়নি। বরং সিনেটে এমন প্রস্তাব উথাপনের কারণে প্রফেসর কামরুলকে নৈতিক()-তাবিবর্জিত একশ্রেণীর ছাত্র ও ব্যক্তিবর্গের রোষের শিকার হতে হয়। তাঁর অফিসে হামলার ঘটনাও ঘটে।

মনোগ্রামটির অদল-বদলের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালখুশিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরানের বাণীটি বাদ দিয়ে সেখানে 'শিক্ষাই আলো' লিখে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকেও 'মুসলিম' শব্দ মুছে ফেলা হয়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লগ্নে প্রণীত মনোগ্রামে তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রিক শাসক মহল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত কমিশনের নেতৃত্বে একটি সম্প্রদায় তাদের মনমানসিকতা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। সেই মনোগ্রামে জ্ঞানের বাণীর পরিবর্তে 'সস্তিকা' চিহ্ন সংযোজিত হয়। পরে অবশ্য ১৯৫২ সালে এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্খার বাস্তব রূপ দিয়ে প্রণীত হয় পরবর্তী ২০ বছর ধরে চালু মনোগ্রামটি। কিন্তু দেশবাসীর দুর্ভাগ্য, '৭২-এর মনোগ্রামটি নতুন করে পরিবর্তিত হলেও ১৯৭৩ সালের মনোগ্রামে কোরানের বাণী আর যুক্ত হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক ও কর্মকর্তা বলেছেন, মনোগ্রামে তখন পাকিস্তানী পতাকা বাদ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোরানের বাণী কেন বাদ দেয়া হল, সে প্রশ্নে তাঁরা জানান যে, তখনকার রাজনীতির ডামাডোলে কারো পক্ষেই প্রতিবাদ করার সাহস হয়নি। তাঁরা বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ অনুযায়ী" ১৯৭৫ পরবর্তী সরকারের পক্ষেও কিছু করা সম্ভব ছিল না। কেননা, '৭৩ -এর সেই আদেশমতে নিজস্ব বিষয়াবলীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এদিকে গত সিনেট অধিবেশনে মনোগ্রামের বিষয়টি উথাপনকারী ডঃ কামরুল আহসান চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি তাঁর প্রস্তাব আবারও উথাপন করবেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূলত এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থে ... কে লক্ষ্য রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। ...ই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে বর্তমান বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জ্ঞানালোকের পবিত্র গ্রন্থ কোরানের বাণী থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম বা পবিত্র কোরানের কোন বিরোধ নেই এবং কখনোই ছিল না।